

অভিভাবকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ

আপনার তরুণ বা কিশোর বয়সী সন্তানকে
মোটর সাইকেল কিনে দেয়ার আগে নিজ
দায়িত্বে তাঁকে মোটর সাইকেল চালানো
প্রশিক্ষণ গ্রহন ও লাইসেন্স নেবার ব্যবস্থা
নিশ্চিত করুন ।

আপনার তরুণ বা কিশোর বয়সী সন্তানকে
মোটর সাইকেল কিনে দেয়ার আগে তাঁর ও অন্য
পথচারীর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে যেইসব নিয়ম
জানতে ও মানতে হবে সেই নিয়ম গুলো তাঁকে
জানতে ও মানতে বাধ্য করুন।

বাংলাদেশের রাস্তা গুলি বিশেষ করে
মোটর সাইকেল এর রেস খেলার
জায়গা বা রেসিং ট্র্যাক নয় ।

ৰাস্তায় একে বেকে এবং ফুলস্পিডে
বাইক চালানো কোনও কৃতিত্বের
কাজ নয়, বরং নিজের ও অন্যের
মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের ঝুঁকি বাড়ায়।
সেটা যেন সে কখনই না করে।

মোটর সাইকেল এর লুकिং গ্লাস
খুলে রাখা এক্সিডেন্ট এর অন্যতম
কারণ। এটা স্মার্টনেস নয় বরং,
বোকামি ও অপরাধ । বাস্তব জীবন
সিনেমা নয়।

ট্রাফিক সংকেত ও রোড সাইন এর
অর্থ জানুন ও মেনে চলুন।

জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার পর ৮ অক্টোবর,
২০১৮ এ **সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮** এর
গেজেট প্রকাশ হয়।

সড়কে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালালে বা
প্রতিযোগিতা করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে তিন
বছরের কারাদণ্ড অথবা তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড
বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ট্রাফিক সংকেত মেনে না চললে
এক মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত
করা হবে।

সঠিক স্থানে মোটর যান পার্কিং না
করলে বা নির্ধারিত স্থানে যাত্রী বা
পণ্য ওঠানামা না করলে পাঁচ হাজার
টাকা জরিমানা করা হবে।

গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল
ফোনে কথা বললে এক মাসের
করাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা
জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল
ফোনে কথা বলা দণ্ডনীয় অপরাধ।

গাড়ি চালানোর জন্য বয়স অন্তত
১৮ বছর হতে হবে। এই বিধান
আগেও ছিল।

হেলমেট না পরলে জরিমানা ২০০
টাকা থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ১০
হাজার টাকা করা হয়েছে।

সিটবেল্ট না বাঁধলে, মোবাইল
ফোনে কথা বললে চালকের সর্বোচ্চ
৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে
হবে।

সিটবেল্ট না বাঁধা একটি অপরাধ।

BE A GOOD CITIZEN !



**Always fasten
Seat Belt
while driving
and
ensure
SAFETY !!**

সিটবেল্ট না বাঁধা একটি অপরাধ।



সংরক্ষিত আসনে অন্য কোনও
যাত্রী বসলে এক মাসের কারাদণ্ড,
অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা
হয়েছে।

বাংলাদেশ রিসার্চ ইন্সটিটিউটের গবেষণা বলছে,
দেশে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে ১২,০০০
মানুষ নিহত ও ৩৫,০০০ আহত হন।
নতুন এই আইন হয়তো মানুষকে আরো বেশি
সচেতন করতে বাধ্য করবে।

আমরা যদি নিজ নিজ অবস্থান
থেকে সচেতন হই তাহলে হয়তো
আমাদের সড়ক পরিবহন আইন
২০১৯ এর সাজার সম্মুখীন হতে
হবে না। নিজে সচেতন থাকি এবং
অন্যকে সচেতন করে তুলি।

নতুন আইনের উল্লেখযোগ্য ২০টি বিধান:

ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যাতিত

মোটরযান চালানো হলে ছয় মাসের

জেল বা ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত করা হবে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত, প্রত্যাহার
বা বাতিল করার পরেও যদি কেউ
মোটরযান চালায় তবে তাকে ৩
মাসের কারাদণ্ড, বা ২৫ হাজার
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত
করা হবে।

কর্তৃপক্ষ ব্যতিত ড্রাইভিং লাইসেন্স

প্রস্তুত, প্রদান বা নবায়ন করা

হলে ছয় মাস থেকে দুই বছরের

কারাদণ্ড অথবা এক লাখ থেকে

পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেয়া হবে বা

উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত, প্রত্যাহার
বা বাতিল করার পরেও যদি কেউ
মোটরযান চালায় তাহলে ৩ মাসের
কারাদণ্ড অথবা ২৫ হাজার টাকা
অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা
হবে।

রেজিস্ট্রেশন ব্যতিত মোটরযান
চালানো হলে ৬ মাসের কারাদণ্ড, বা
৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়
দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ফিটনেসবিহীন মোটরযান চালালে
ছয় মাসের কারাদণ্ড বা ২৫ হাজার
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত
করা হবে।

ৰুট পাৰমিট ছাড়া মোটরযান

চালালে ৩ মাস কারাদণ্ড, বা ২০

হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে

দণ্ডিত করা হবে।

মোটরযানের বাণিজ্যিক ব্যবহার সংক্রান্ত
বিধিনিষেধ অমান্য করলে ৩ মাস কারাদণ্ড, বা
২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত
করা হবে এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত
হিসাবে দোষসূচক ১ পয়েন্ট কর্তন করা হবে।

গনপরিবহণে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হলে ১
মাস কারাদণ্ড, বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা
উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং চালকের
ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ পয়েন্ট
কর্তন করা হবে।

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোন
মোটরযানের কারিগরি বিধিনির্দেশ অমান্য
করা হলে ১- ৩ বছরের কারাদণ্ড, বা ৩ লক্ষ
টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা
হবে।

ট্রাফিক সাইন বা সংকেত অমান্য করা হলে
১ মাস কারাদণ্ড, বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা
উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং চালকের
ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ পয়েন্ট
কর্তন করা হবে।

মোটরযানে অতিরিক্ত ওজন বহন
করলে ১ বছর কারাদণ্ড, বা ১ লক্ষ
টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত
করা হবে এবং চালকের ক্ষেত্রে,
অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ২
পয়েন্ট কর্তন করা হবে।

সঠিক স্থানে মোটর যান পার্কিং না
করলে বা নির্ধারিত স্থানে যাত্রী বা
পণ্য ওঠানামা না করলে ৫ হাজার
টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

মোটরযানের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান
লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ ৩ মাসের কারাদণ্ড বা ১০
হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা
হবে। চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে
দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কাটা হবে।

নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত শব্দ বা হর্ন
বাজালে সর্বোচ্চ ৩ মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১
(এক) পয়েন্ট কাটা হবে।

ইচ্ছাকৃত গাড়ি চালিয়ে মানুষ হত্যা
করলে ৩০২ ধারা অনুযায়ী
মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো বা প্রতিযোগিতা
করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে ৩ বছরের কারাদণ্ড
অথবা ৩ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে
দণ্ডিত করা হবে। আদালত অর্থদণ্ডের সম্পূর্ণ বা
অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেয়ার নির্দেশ
দিতে পারবে।

মোটরযান দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি
গুরুতর আহত বা প্রাণহানি হলে
চালকের শাস্তি রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ
৫ বছরের জেল ও সর্বোচ্চ ৫ লাখ
টাকা জরিমানা।

আইন অনুযায়ী ড্রাইভিং লাইসেন্স
পেতে চালককে ৮ম শ্রেণী পাস
এবং চালকের সহকারীকে ৫ম শ্রেণী
পাস হতে হবে। আগের আইনে
শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন প্রয়োজন
ছিল না।

ইতিমধ্যেই কার্যকর হওয়া এই
'সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮'
বাস্তবায়ন করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট
মহল কাজ করে যাচ্ছে।

Thank You



SOFT RAY

GO DIGITAL

inspirayhan@gmail.com